পাঠক ফোরাম

একটু ভাবুন

মানুষ আজ অতীত সরকারের সঙ্গে বর্তমান সরকারের পার্থক্য খুঁজে পাচ্ছে না। তাই মানুষ আজ দিশেহারা। কোথায় গেলে এর প্রতিকার হবে? তাই বর্তমান সরকারের প্রতি আমাদের অনুরোধ, যদি দেশে এভাবে সন্ত্রাস, দুর্নীতি চলতে থাকে তাহলে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন পুরস্কার জাতির জন্য আবারও অনিবার্য। যদি দেশ থেকে সন্ত্রাস, দুর্নীতি বন্ধ করতে পারেন তাহলে জাতি আবার আপনাদের ডাকেই সাড়া দেবে।

মোঃ মনির হোসেন
আলীগঞ্জ, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল

সামাজিক বধোদয়

আধুনিক চলমান সময়ে আমরা কি সত্যিই এগিয়ে যেতে পারছি? স্বস্তিহীন অনিশ্চয়তার এই শঙ্কাযুক্ত সময়ে প্রতি পদে পদেই বিপদ আমাদের ইচ্ছের/কর্মের প্রগতিকে আশাহত করে তুলছে। সামাজিক বোধোদয়ে আত্মিক কোনো কর্মকাণ্ডে জড়াতে ইচ্ছুক হলেই শঙ্কার দুর্ভাবনা বাড়ে। সসম্মানে সক্রিয় অংশগ্রহণ সম্ভব হবে তো? ঘর থেকে পা বাড়ালেই কতো কটূক্তি, ভিন্ন দৃষ্টি সয়ে মেনে নিতে হয় সে শুধু মেয়ে বলেই। আক্ষরিকজ্ঞানে অজ্ঞ হলেও বয়সের আধিক্যেও তো পরিণত মানসিকতার হওয়া যায়। শুধু নারীর বেলায় কেন এই বিভাজন! মেয়ে জন্ম অপরাধের নয় বরং শ্রদ্ধার। নারীই কষ্টে এবং সৃষ্টিতে সবার জন্মের সার্থকতা বহন করে। সমাজে গুটিকয়েক জাগ্রত বিবেকেরা সিমি/রিমিদের করুণ পরিণতির সুষ্ঠু বিচার দাবি করে। কিন্তু আমরা যারা এখনো আত্মাহুতি কল্পনা করতে পারি না তাদের চলমান সমস্যায় কারা এগিয়ে আসবে? আর কতো এড়িয়ে গিয়ে মাথা নুয়ে পথ চলবো?

হ্যাপি বড়ুয়া পলি
ডিসি রোড পঃ বাকলিয়া, চট্টগ্রাম

স্বপ্ন এবং অন্যান্য

আইনের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রেখেই বিশ্বাস করি শুভ কাজ আর শুভ বুদ্ধির জন্য সমাজ, দেশ বা বিচার বিভাগকে অনেক কিছু করতে হয়। অতীতেও এমন অনেক ঘটেছে। তাছাড়া মানুষই আইন তৈরি করে এবং ভবিষ্যতেও করবে মানুষের কল্যাণে। এমনই একটি কল্যাণের ঘটনা আমাদের একুশে টেলিভিশন। আমরা এখন গ্লোবাল ভিলেজের অন্তর্ভুক্ত। অতীতে ভালো বলতে আমাদের গর্ব করার মতো তেমন কিছু তো ছিলো না। যা ছিলো তা সাহেব-বিবি-গোলাম বা বিবি গোলামের বাক্স হিসেবে খ্যাতি (!) অর্জন ছাড়া আর কিছু করতে পারেনি। এরপর একুশে টেলিভিশন এলো। এসেই সব কিছু জয় করে নিল। আমাদেরকে নিয়ে গেল আধুনিকতার সামনে। একুশে দেখিয়ে দিল ইতিহাস-ঐতিহ্য আর সংস্কৃতিক পরিমন্ডল থেকে সৃজনশীল বিনোদন আর খবরের খোরাক কীভাবে যোগান দিতে হয়। তাই বিজ্ঞ আদালত এবং মাননীয় বিচারকদের প্রতি আবেদন আপনারা এমন কিছু করুন যাতে আমাদেরকে আর নতুন কোনো হতাশায় আক্রান্ত না হতে হয়।

রফিকুল বাহার, মিরপুর, ঢাকা

অতএব সাবধান

গোটা পঞ্চাশেক মেয়ে দেখার পর পলিকে তার পছন্দ হয়ে গেল। ঢাক ঢোল পিটিয়ে মহা ধুমধামে বিয়ের কার্য সম্পন্ন হলো। বাবা, মা, পলি সবাই খুশি চাঁদের টুকরো জামাই পেয়েছে। পলিও কম যায় না। ঢাকা ভার্সিটি থেকে Management -এ এমএ পাস। এখন চোখে স্বপ্ন স্বামীর সঙ্গে ইটালি চলে যাবে। তরতর করে সময় চলে গেল একমাস, দুমাস করে ৬ মাস। সুহিনের ইটালি ফেরার সময় হয়ে গেল। ৬ মাসের মধ্যে পলিকে নিয়ে যাবে বলে সুহিন আবার পাড়ি জমালো। পলিও দিন গুনছে কিন্তু কিছুদিন হলো তার শরীরটা কেমন যেন লাগছে। গায়ে বেশ কিছুদিন হলো জ্বর, ডায়রিয়া সারছে না। পলিও বাবার বাড়ি চলে গেল। বাবা মা মেয়েকে দেখে আঁৎকে উঠলো। একি হাল হয়েছে শরীরের। পলি বলছে সামান্য জ্বর, ডায়রিয়া এমনিতে সেরে যাবে। তবুও বাবা মা জোর করে পলিকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। ডাক্তার সব শুনে রক্ত পরীক্ষা করতে বললেন। রক্তের রিপোর্ট নিয়ে পলির বাবা গেলেন ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার রিপোর্ট দেখে থমকে গেলেন। আপনার মেয়ের HIV/AIDS. তারপর সুহিন একদিন পর আবার ফোন করে। বাবা মার কাছে স্বীকার করে যে, সুহিনও ২ বছর যাবৎ HIV Virus বহন করছে। কিন্তু লজ্জায় কারো কাছে বলতে পারেনি, তাই পলির কোনো দোষ নেই, সব দোষ তার। মেয়েদের বিয়ে দেবার ব্যাপারে তাই বাবা, মা সাবধান।

ডা. মোস্তফা আবদুর রহিম
মিরপুর, ঢাকা

লিঙ্গ বৈষম্য

আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী এবং সরকারি ও বিরোধীদলীয় প্রধান দু'জনই নারী হওয়া সত্ত্বেও সরকারের অন্তর্বর্তীকালীন দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে (আইপিআরএসপি) নারীর দারিদ্র্যের যথাযথ কারণ এবং তা বিমোচনে কোনো সুনির্দিষ্ট কৌশল উল্লেখ করা হয়নি। বরং তাদের একটি বিচ্ছিন্ন গ্রুপ হিসেবে বিবেচনার প্রয়াসে 'নারীর অগ্রগতি ও নারী বৈষম্য পূরণ' শীর্ষক দু'টি ছোট অধ্যায় রাখা হয়েছে। কিন্তু নারী বৈষম্য দূর করতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইস্যুতে বিদ্যমান জটিলতা এবং এর সমাধানে কোনো নির্দেশনা এতে নেই। এমনকি কৌশলপত্র নিয়ে আয়োজিত সংলাপগুলোতে কোনো নারী প্রতিনিধি রাখা হচ্ছে না। শুধু তাই নয়, অনেক ভুল তথ্যও দেয়া হয়েছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক নীতিমালায় নারী, বিশ্বায়ন ও নারীর ওপর এর প্রভাব, মানব উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষের এমন আচরণ যে, অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপ্রীতিকর– তা বোঝার ক্ষমতা তাদের আছে বলে মনে হচ্ছে না। নারীর প্রতি অবহেলার দিন শেষ হোক।

নিপুণ জামান, জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কোথায় যাচ্ছি আমরা

৫ জুলাই ২০০২-এ পাঠক ফোরাম বিভাগে 'সনির জন্য ইউটোপিয়া' শিরোনামে একটি লেখা ছাপা হয়। লেখক তার লেখনীতে অনেক মনোবাসনা ব্যক্ত করেছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী নতুবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হলে সনি হত্যার সঙ্গে জড়িত সন্ত্রাসীদের শাস্তি দিতেন, গডফাদারদের ধরতেন। লেখাটা পড়ে কিছুটা ভরসা পেলাম। কিন্তু প্রতিদিন খবরের কাগজে দেখা যায়, হত্যা, সন্ত্রাস, টেন্ডার ছিনতাই, এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ ইত্যাদি ইত্যাদি। শুধু তাই নয়, কেউবা জাতির মুখে থু থু ছিটিয়ে দিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। কেউবা মাহিমা, ফাহিমা হয়ে যাচ্ছে। জনৈক স্থপতি আপনি কার কাছে বিচার চাইবেন, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে– তিনি সহজ-সরলভাবে উত্তর দেবেন 'আল্লাহর মাল আল্লায় নিয়ে গেছে। এতে কারো হাত নেই।'

মৃদুল, লিচুবাগান, বকুল ভিলা, ময়মনসিংহ

নাগরিকের চিঠি

বিভিন্ন সময়ে শামছুর রহমানসহ চারজন সাংবাদিক সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হয়েছেন। ফেনীর জয়নাল হাজারীর কুকীর্তির প্রতিবেদন লেখার পুরস্কার হিসেবে সাংবাদিক টিপু সুলতানকে পঙ্গুত্ব বরণ করতে হয়েছে। ফরিদপুরের প্রবীণ সাংবাদিক প্রবীর সিকদারের একই অবস্থা। অথচ নির্যাতনকারীরা থাকে বহাল তবিয়তে। যখন যে সরকার ক্ষমতায় আসে, তারাই সত্য কথা লিখলে সাংবাদিকদের ওপর চড়াও হয়। সাংবাদিক সংবাদ লেখে বলেই জনগণ সে বিষয়ে ভাবতে

টোকাই

শেখে। সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করাই সাংবাদিকের কাজ। এদেশের জনগণ এখন পর্যন্ত সাংবাদিকদের প্রতি আস্থাশীল। দেশের আপামর জনসাধারণের নিরাপত্তার দায়িত্ব সরকারের। অথচ দেশের সরকার ও প্রশাসন সাংবাদিকসহ জনগণের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে বহু পূর্বে।

সালেক খোকন
উত্তর কাফরুল, ঢাকা-১২০৬

কোথায় তারা

আমার ছোট ভাইরা জানে না, ওদের প্রাণপ্রিয় দেশনেত্রী ওদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন। তেমনি আমিও জানি না, আমার অতি প্রিয় জননেত্রী আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন। ঠিক তদ্রুপ, আমরা ১৪ কোটি মানুষও জানি না, আমাদের প্রাণপ্রিয় দুই নেত্রী, আমাদেরকে কোন অন্ধকার এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে আমাদের দেশের অবস্থা খুবই নাজুক। দেশের এই দুরবস্থার কথা শুনে বা দেখে যারা সবচেয়ে বেশি দুঃখ-কষ্ট পাবেন, আজ তারা কেমন যেন গা বাঁচিয়ে চলছেন। দেশের এই পরিস্থিতিতে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের নীরব এই ভূমিকা, সত্যিই আমাকে দারুণ কষ্ট দিচ্ছে!

এম রহমান দুলাল
মগবাজার, ঢাকা

প্রসঙ্গ বুদ্ধিজীবী

পাকিস্তান আমলে প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫১ সালে এবং সেই সময় পেশাভিত্তিক শুমারি শ্রেণীবিন্যাসের সময় সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী এবং বারবনিতাদের একই শ্রেণীতে দেখানো হয়। সে সময় সংবাদপত্রে এ বিষয়ে মন্তব্য লেখা হয় এবং বলা হয়, উভয় শ্রেণীর কাজ জনগণের মনোরঞ্জন করা। যাই হোক আজ আমাদের দেশে দলীয় ভিত্তিতে বুদ্ধিজীবীরা কর্মরত বা তাদের অবস্থান। কেননা তারা যে দলের অনুসারী তাদের যতই খারাপ বা অশ্লীল কার্যকলাপ হোক না কেন তারা কোনো প্রতিবাদ করেন না অর্থাৎ তারা নিঃশর্তভাবে দলকে সমর্থন করেন। একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে বুদ্ধিজীবীদের এই ধরনের অবস্থান বা প্রতিক্রিয়া কিভাবে সমাজ মেনে নেবে যখন আমরা সবাই সুশীল সমাজ গঠনের আশা রেখে বক্তৃতা দেই।

মাহবুবর রহমান
বাগেরহাট

পুলিশ ফ্রাঙ্কেনস্টাইন

হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না। ঘুষ দিলে পুলিশ কেবল নড়েই না চড়েও। যে দলই ক্ষমতায় থাকুক না কেন পুলিশ সর্বদা ক্ষমতাশালী। সরকারের 'পেটোয়া' বাহিনী হিসেবে পুলিশের ভূমিকা অপরিসীম। আকাশের যতো তারা পুলিশের ততো ধারা। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত পুলিশ টাকা আদায় করে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী যতোই নির্দেশ-উপদেশ, হুংকার দিক না কেন পুলিশ তার আপন সূত্রেই চলে। আধুনিক অস্ত্র, যন্ত্রপাতি, যানবাহন, যোগাযোগ মাধ্যমের উন্নতি, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুলিশ বাহিনীকে আরো শক্তিশালীভাবে গড়ে তুলতে চান প্রতিটি সরকার। আধুনিক 'কুকুর' দিয়েও যোগ করা হয়েছে নতুন নিরাপত্তা ব্যবস্থা, তবুও কেন ব্যর্থ পুলিশ! অসৎ লোকবল দিয়ে সততার শিক্ষাদান যেমনটি সম্ভব নয়। সন্ত্রাসীদের মাসোহারায় পুষ্ট বৃহৎ পুলিশ বাহিনীর কাছে সৎ, নিরপেক্ষ সামান্য কিছু পুলিশের পক্ষে অপরাধ দমন আদৌ সম্ভব কি?

কামরুজ্জামান রনি
সুইস, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম

মাগুরছড়া ট্র্যাজেডি

সাপ্তাহিক ২০০০ বিশ্বকাপ ফুটবলের ডামাডোলের মাঝেও ২৮ জুন ২০০২ সংখ্যায় মাগুরছড়ার অগ্নিকান্ড সংক্রান্ত প্রতিবেদনটি গুরুত্বসহকারে প্রকাশ করে। এ সংখ্যাটি আমি পড়ি। পরবর্তীতে এ ব্যাপারে আমি সাপ্তাহিক ২০০০সহ বিভিন্ন পত্রিকায় চিঠিপত্র কলামে লিখি। সাপ্তাহিক বিচিত্রা বাদে অন্যসব সাপ্তাহিকের চিঠিপত্র বিভাগে লেখাটি

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি ১২৫ শব্দের উপর না হওয়াই ভালো। এক পাতায় পরিষ্কার হাতের লেখা ও পুরো নাম-ঠিকানা দেবেন। ঠিকানা না ছাপতে চাইলে পুরো ঠিকানা অন্যত্র লিখবেন। চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ
ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

প্রকাশিত হয়। বর্ষ ৫ সংখ্যা ৯ সাপ্তাহিক ২০০০-এ পাঠক ফোরামে গুরুত্বসহকারে তা ছাপা হয়। এ ব্যাপারে সরকারের টনক নড়েছে। ধন্যবাদ সাপ্তাহিক ২০০০।

চৌধুরী মুঃ মোস্তাকিম টিটু,
moumita @abnet.bd.com.

কৈফিয়ত : ২৪ ঘন্টা

সাপ্তাহিক ২০০০ প্রবাসী সবার আগ্রহকে সম্মান দেখাতে আমাদের প্রতিবেদনের মধ্যে অপর সহকর্মীর লেখার সামান্য অংশ সংযোজন করায় প্রতিবেদনের ধারাবাহিকতায় কিছুটা ছন্দপতন হয়। অসংখ্য পাঠক ফোনে ও মেইলে প্রশ্ন করেন। মালয়েশিয়ার এক যুগলের কালোবাজারে টিকিট বিক্রিতে সহযোগিতার কথা লেখায় অনেক পাঠক মর্মাহত হন- কালোবাজারির সঙ্গে তার সম্পৃক্ততা সেই প্রতিবেদকের নিজস্ব রুচির ব্যাপার এর সঙ্গে আমরা সম্পর্কিত নেই। বরং এরকম একটি অন্যায় ও সাংবাদিক নীতিবিরুদ্ধ কাজের জন্য পাঠককূলের সঙ্গে প্রতিবাদ করছি। ভালো লেগেছে স্টেডিয়ামে বাংলাদেশী পতাকা হাতে নিয়ে উল্লাসরত এক বাংলাদেশী তরুণ ভোলা সাহার ছবিটি প্রচ্ছদে দেবার জন্য।

কাজী ইনসানুল হক
ahmahm@plum. plala.or.jp
আরিফ মাসুদ ববি
arifmasud 7088@docomo.ne.jp

এ যেন পালার আসর

বিরোধী দল যোগ দেয়ার পরই জমে ওঠে সংসদ। ভালোই মধ্যস্থ হয় পালার আসর। এক পক্ষ কিভাবে কথার মারপ্যাঁচে অপর পক্ষকে হেয় করবে, তারই প্রাণান্তকর চেষ্টা চলে নিরন্তর। এ যেন গ্রাম-গ্রামান্তরের সেই পরিচিত পালার আসর– যেখানে যুক্তিতর্কের মতো করে সঙ্গীতাভিনয় দিয়ে দর্শক-শ্রোতাকে মোহিত করা হয়। বর্তমান সংসদে উভয় পক্ষের আলোচনায় ব্যক্তিগত কুৎসা রটনাই মুখ্য বিষয় হিসেবে প্রতিভাত। কে কোন ঘরের ছেলে, কে কয়টা বিয়ে করেছে, কার দাদা ঝাড়ুদার ছিলেন, কার পুত্রের ডিএনএ টেস্ট জরুরি ইত্যাদি সংসদের আলোচ্য বিষয়। এসব অযাচিত আলোচনায় জনগণ রস খুঁজে পেলেও, কাজের কাজ কিছুই হয় না। কারণ তাদের সুখ-দুঃখ কিংবা জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের কথা কেউ বলে না। যাদের ভোটে তারা আজ সম্মানিত কেবিনেট সদস্য, তাদের কথা ভাববার মতো বোধোদয় সকল সদস্যের যতো তাড়াতাড়ি হবে– ততোই দেশের মঙ্গল।

ফারদিন ফেরদৌস, আলবেরুনী হল, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা